গীতায়ন

প্রথম কল্প

শ্রীবিজয়লাল মজুমদার সমাজপতি

গীতায়ন

শ্রীবিজয়লাল মজুমদার সমাজপতি

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ
বাণী সাহিত্য-ভবন
৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ফাল্গুন, ১৩৪৩

একটাকা পাঁচ আনা]

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মানসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

"গীতায়ন" ও "বোধন" ৺শারদীয় পূজার—পূর্ব্বে বাহির করিতে গিয়া তাড়াতাড়ি বশতঃ কিছু ভুল প্রমাদ রহিয়া গেল—গীতায়নের কবিতা-গুলির অধিকাংশই—কিঞ্চিৎ বিবেচনা সহ সুর সংযোগ করিলে গান করা চলে।

কনিষ্ঠ প্রতিম শ্রীমান অখিলমোহন সেন বি, এ, সুহৃদবর—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ, "মাস-পয়সা" প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ও "চিতোর-গৌরব" "গুরু রামদাস" "কুরুক্ষেত্র" ও "রাজ্যশ্রী" প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়গণ নানা দিক দিয়া এই গ্রন্থখানি প্রকাশে আমায় সাহায্য করিয়া বিশেষ বাধিত করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আশা করি শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকাগণ নিজ নিজ গুণে দোষ, ত্রুটী ও প্রমাদগুলি মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

যা'দের সংস্পর্শে—
আমি এর প্রেরণা পেয়েছিলাম
তাদেরই হাতে—

সূচী পত্র

গ্রন্থকারের নূতন বই

(কবিতা)

"বোধন" (যন্ত্রস্থ)

(উপন্যাস)

"ভাইবোন", "মা", "নরনারী", "বিপ্লবী"

(নাটক)

"সংসার" "বর্ণাশ্রম"

(নীতি-সাহিত্য)

"জীবনযাত্রা" "কণিকা"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

লেখক—

শ্রীবিজয়লাল মজুমদার সমাজপতি
এভিনিউ ক্লাব, ২৮।এ চিত্তরঞ্জন
এভিনিউ, কলিকাতা

প্রকাশক—

বাণী সাহিত্য ভবন
৮৯ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

গীতায়ন

১ম কক্ষ

(১)

দরশন শুধু মাগিয়াছি প্রভু !
করিলে ধন্য পরশনে,
মেগেছিনু শুধু চরণের ধূলি
করিলে ধন্য আলিঙ্গনে।
হে প্রিয় আমার চির বাঞ্ছিত !
হে বঁধু, আমার স্বামী !
শরণের আশে—
এসেছিনু পাশে—
বরিয়া তুলেছ তুমি,—
যা কিছু আমার রেখেছিনু আমি—
সকলি তোমাকে ঘিরিয়া,
তুমি দয়া কোরে নিয়েছ তাদের
আপনার কোরে তুলিয়া ;
আমি কোরেছিনু সকলি তোমাকে দান
তুমি কোরেছ ধন্য গ্রহণে।

(২)

যা কিছু আমার জীবনের মাঝে
রয়েছে যেখানে শূন্য
তোমার আসন করিয়া রচনা
(আমি) কোরেছি সকলি পূর্ণ,—
যা কিছু আমার পরাণের ব্যথা
জীবনের চাওয়া, মরমের কথা
যত দুঃখ, যত দৈন্য—
তোমার স্মৃতির অমিয় পরশ
কোরেছে সকলই ধন্য।
তুমি কাছে আছ তুমি ভালবাস
আমারে হৃদয় ভরিয়া—
এ স্মৃতি আমার চাহি গো বহিতে
সারাটী জীবন ব্যাপিয়া,
যদি ভেঙ্গে যায় এ সুখ আগার,
যেন বহিনাক আর
এই দেহ ভার ;—
এই চিরপ্রিয় কামনা আমার
পুরিলে হইব ধন্য।

(৩)

এস এস এস বঁধু!
এস আমার বর!
তোমার আশায় বসে আছি
তোমায় নিয়ে কোর্‌ব ঘর।
তোমায় যেন ভালবাসি—
তোমায় নিয়ে কাঁদি হাসি
তোমায় আমায় মিশে যেন
হই একান্তর।
র'বে তুমি আমায় প্রকাশ
ব'বে তোমার গন্ধ তোমার বাতাস,
রবেনাকো কিছুই আমার
ওগো তোমার পর॥

(৪)

বড় বাঁধনে পড়েছি বাঁধা আসিয়া,
কঠিন নিগড়ে পড়েছি বাঁধাগো
পারিনা যে যেতে ছিঁড়িয়া।
ভাবি করি চিন্তা চিন্তামণি তরে
করি চিন্তা তারে একান্ত অন্তরে,
দেখি কে দাঁড়ায়ে হৃদয় কন্দরে
সারা হৃদি মোর জুড়িয়া।

(৫)

কে জাগে ঐ কে জাগেরে—
হৃদয় কোণের অন্ধকারে—
স্মরণ যাহার চিত্ত দোলায়—
হৃদয় মনের অন্তরালে।
যেন কাহার স্পর্শ লাগি—
ক্ষুধায় হৃদয় আছে জাগি,—
কে তুমি গো অনুরাগী
দোল দিতেছ এমন কোরে?
কোন্ টানে এ পাষাণ কারা
ভাঙ্গলে তুমি এমন ধারা,
কোর্‌লে মোরে এমন কোরে
আপন হারা—আপন ছাড়া?—
ভাসিয়ে নিলে ভাসিয়ে দিলে
যা কিছু মোর বানের ধারে।
থামাও তোমার এ আবাহন
হে বন্ধু, হে আমার আপন!
সকল ছাড়া—সকল হারা—
আপন কি কেউ করে এমন?
আজ তোমার এ মনের পরশ
আমার মনে লাগল এমন

সে তুলেছে সখা আমার
দেহ, মনে পাগল কোরে ॥

(৬)

যেন চিরদিনের আপন তুমি
চিরদিনের চেনা—
ছিল যেন কতই আলাপ
কতই দেখা শুনা—
তোমার একটীবারের পরশনে
জমাট বাঁধা প্রাণের কোণে
যত মলিনতা,
ঘুচে গেল মুছে গেল গো ;
আমি আপন হারা শুনি—
ওগো ! যখন কাছে যখন দূরে
তোমার সুরের ঝঙ্কারে—
বাজে আমার ছিন্ন বীণা।

(৭)

বেজেছিল মরমে সে সুরের ধ্বনি
এসেছিল দ্বারে আমার—সাধনার রাণী ;
এখনও সে শয্যা পাতা—
রয়েছে সে মালা গাঁথা—
বরণের বরডালা আসনখানি,
বিনিময়ের অদল, বদল,
মিলনের উলুধ্বনি—।
কখন সে সুর যেগো গিয়েছে থেমে—
মিলে গে'ছে রেশ তার দূর স্বপনে,
রয়েছে স্মৃতির রেখা,
আজও স্মরণে
জাগে তাই সেই রূপ
সে সুরধ্বনি ॥

(৮)

তোমার রূপের আলো,
জ্বালো মোর প্রাণে জ্বালো,
তোমার স্নেহের ধারা,
প্রাণ ভরে প্রাণে ঢালো।
তোমার ঈপ্সিত যত—
না হোক সে মনোমত
তোমার প্রাণের চাওয়া—
যেন তবু ভুলি নাকো ;—
যেন শুধু ভালবাসি
তুমি যাহা বাস ভাল।
আমার প্রাণের চাওয়া—
জগতের সুখে দুঃখে,—
অভিমানে তাই কভু
ব্যথা যদি দিই বুকে—
ক্ষমা কোরো দয়া করে,
আমার সে মোহটীকে
ভাঙ্গিয়া জানায়ে দিও
যাহা তুমি দাও মোরে—
দাও শুধু বাসি ভাল।

(৯)

"তুমি" "আমি" দুটী কথা
মিলায়ে একটী কোরে,
এস আজ দিই সখা—
জীবনের ধারা ভরে।
তোমার হৃদয় মাঝে
আমার হৃদয়টীরে—
হারায়ে মিলায়ে দাও
তোমার পরশে ভরে—।
আমার পাগল বুকে—
তোমার বাহুতে ঘিরে,
আমার প্রাণের চাওয়া
তোমার ভাষায় ভরে।
আমার প্রাণের দুঃখ
তোমার পরশে যাবে,
আমার বুকের মাঝে
তুমি প্রাণ হ'য়ে র'বে,—
আমার জীবন স্রোত
তোমার ধারায় মিলে,
হাওয়ার গানের মত—
গেয়ে গেয়ে যাবে চলে,—

তোমার জীবন স্রোতে
হারান আমার ধারা—
তোমার সুরের সনে
যাবে থেমে চিরতরে ॥

(১০)

প্রাণ চঞ্চল
প্রাণ চঞ্চল, প্রাণ চঞ্চল,
মন চল, মন চল, মন চল,
চল্‌গো বরণ কোরে আনি—
হৃদয় দেবতারে।
আনি ঘুরে ঘুরে
আনি ঢুঁরে ঢুঁরে—
আনি ধরে,
আনি ব'রে তারে—
হৃদয় মন্দিরে।
নয়ত সবই গেল যে গেল
হো'য়েরে বিফল

(১১)

আমার সকল দিনের সঙ্গী তুমি,
সকল পথের সাথী ;
যখন দিনটী কাটে দুঃখে
যখন সুখে থাকি,
শত কাজে ক্লান্তিভরা—
তুমিই তখন শ্রান্তিহরা
ফিরি যখন ব্যর্থ শ্রমের ব্যথা ভরা বুকে,
আমার সকল আবেগ হয় গো শান্ত
যখন তোমায় দেখি।
যত কঠোর, যত নিঠুর,
যত তিক্ত, যত বন্ধুর—
স্মরণে তোমার হয় গো মধুর সবই,
আমার অবসাদের আভাষ টুকুও
থাকেনা আর প্রাণে,—
তোমার আবেগ ভরা পরশটুকু
যখন আমার সকল অঙ্গে মাখি ॥

(১২)

পড়ে' পড়ে তবু পড়ে না ধরা
কোনখানে কোন দূরে পড়িছে সাড়া—
কি যেন সে সুর—
হৃদি ভরপুর
আবেশে অবশ তনু আপন হারা ।—
আকুল আবেগ ওগো উঠিছে ছেপে,
ব্যাকুল পরাণ শুধু উঠিছে কেঁপে,
বাঁধত মানেনা আর বহিল ধারা,
ছুটিল উধাও মন পাগল পারা ।
কোনখানে বসে আছে
কোন সে দূরে—
ভেসে ভেসে মিশে যাব মহাসাগরে,
সেইখানে হ'ব হারা আপন ধারা,
সেইখানে সে যে ওগো পড়িবে ধরা ।

(১৩)

আমি কি ব'লে তোমায় ডাকিব গো
ওগো ! ওগো ! ওগো !
কোন সুরে কোন তানে
কোন ভাষা কোন নামে
এলায়ে, মিলায়ে, বিলায়ে দিতে প্রাণে
পারিব গো ! পারিবগো ! পারিবগো !
তুমি কি বিশ্ব জোড়া—
জনম আমার করিতে ধন্য
দিয়াছ দুয়ারে ধরা ?
সকল নামের অতীত তোমার রূপ
সকলই তোমাতে হারা—
তাই কিগো ? তাই কিগো ? তাই কিগো ?

(১৪)

কোনখানে তুমি কোন দূরে—
ডাকিব তোমায় কোন সুরে ?
অপূর্ণ যে গো সকল সুরের মূর্চ্ছনা,
অপূর্ণ যে গো সকল ভাষার তর্জ্জমা,
আমার সকল চিন্তা সকল ভাবের ধারা
যখন হয় গো তোমাতে হারা—
ওগো কাঙ্ক্ষিত !
আকাঙ্ক্ষাটুকু জাগিয়া থাকে অন্তরে—
শুধু তোমার তরে, শুধু তোমার তরে।
তখন সকল হারান সুর
ভাষার সকল শব্দ মূঢ়—
প্রাণের পরশ থাকেনাকো আর—
যন্তরে কিবা মন্তরে ॥

(১৫)

ঘোরা ফেরা এদিক্ ওদিক্
কেন চাওয়া আশে পাশে—
কি যেন কি হয়নি পাওয়া
কি যেন কি হারিয়ে গেছে।
কি ছিল ধন যাওয়ার মতন,
কি ছিল গো চাওয়ারই ধন ?
ওগো নিঃস্ব এ প্রাণ রিক্ত এ মন
ক্ষুব্ধ মরম ব্যথার শ্বাসে।
অসীম ছেয়ে গুরু গুরু
কিসের এ ডাক হ'ল সুরু—
বুকের মাঝে দুরু দুরু—
করে ব্যাকুল নিশ্বাসে।—
ঈশানে ঐ বাজে বিষাণ
অনন্তে ঐ মিলন গান
হারান ধন চাওয়ার সে জন
কখন দেবে ধরা এসে ?

(১৬)

তোমারই আগমনে
বাঁশরী বেজেছে প্রাণে
সুরের লহরী দে'ছে
হৃদি ভরিয়া—
আমি যে আপনা ঘিরে
আপনাকে তুলি গড়ে
আমি যে সকলি ছেড়ে
থাকি বাঁচিয়া,
আমার এ বাঁচা গড়া
হয়না তোমারে ছাড়া—
আজ সকলি পড়েছে ধরা
তুমি আসিয়া।
কত সুরে কত রাগ
কত রাগে রাগিণী,
সাধিয়াছি কত যে গো
কভু প্রাণে বাজেনি,
আজ সকলি দিয়েছে সাড়া
তুমি আসিয়া॥

(১৭)

জীবন সন্ধিক্ষণে—
সন্ধিপূজার শান্তিজল
ঢেলো প্রভু! প্রাণে ঢেলো—
সন্ধ্যারতির বাদ্যরোল
যখন যাবে থেমে।
সবাই যখন আপন কাজে
আপন ভাবে ব্যস্ত রবে,
তুমি তখন নিয়ো তুলে কোলে,
নিয়ো বুকে টেনে।
অনন্তের ঐ কালো মরণ
আস্‌বে নেমে আস্‌বে যখন
অসীমের ঐ সুনীল বরণ ছে'য়ে,—
আমি তখন তোমার পানে চেয়ে,
তোমার পরশ অঙ্গে মাখি
তোমার বুকে মাথা রাখি
যেন ওগো বদ্ধ থাকি—
তোমার আলিঙ্গনে॥

(১৮)

আমি বড় দেনায় ডুবেছি,
সুদ আসলে হিসাব কোরে—
বুঝে দেখেছি।
হবে নাত কি হবে আর
নাইক উপায় খরচ দেদার—
তোমার খাতক হ'ব এবার
তাই আজ এসেছি।
সুদ হ'লেত আর চলেনা—
এবার বিনা সুদের দেনা—
তোমার কাছে নেব ব'লে
ছুটে এসেছি।
যাহা কিছু আছে আমার
দেনায় বাঁধা সবই ত তার,
নূতন কোরে বাঁধা দেবার
নাই কিছু বাকি।
এবার মুক্তি চাই এ ঋণের দায়ে
পারিনা আর বোঝা ব'য়ে
রবো বাঁধা তোমার কাছে
তাই আজ এসেছি॥

(১৯)

আজ আমাদের বাসর ঘরের কথা
সত্য মোরা বলব সবার মাঝে,
আজ আমরা বলব সে সব কথা
যা এত দিনও হয়নি বলা লাজে।
দিন যামিনীর গোধূল প্রান্তে,
সান্ধ্যরাগের অন্তরাতে,
যে রূপ রাজে যে সুর বাজে,
যাত্রা মোদের সেই রাগেতে
যে দিন হ'ল সুরু,
লাগ্‌ল কি যে বাজ্‌ল কি যে
অস্তরবির রাগ রঙ্গেতে—
শৈবলিনীর আঁচল ঘেরা—
বুকের দুরু দুরু।
কোন্ মদিরার কি নেশাতে,
পাগল পাগল সেদিন রাতের
মোদের জীবন গাঁথা—
মোরা কথার হারে গাঁথি
শেষ কোরেছি ব্রতের কথার মত,
তারা ফলল নাতো

মিল্‌ল না তো আজও,
সাঁজের ঘোরেই নিভল সাঁজের বাতি।
নিঝুম রাতের আঁধার পথে
চল্‌ছি এবার হাতে হাতে—
মাঝে মাঝের আলোর ধারা
চমক লাগায় আঁখির পাতে,
একতারাতে সুর বেজে যায় মিলে—
মনের কোণে ব্যথাই শুধু বাজে ॥

(২০)

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথের "ওগো গুণি" গানটি কোথাও শুনেছিলুম, গানটীর সুর, ছন্দ ও ভাষা যে ভাবে আমার প্রাণ স্পর্শ কোরেছিল তাই নিয়ে কবিবরকেই লক্ষ্য কোরে এই গানটী পরে লিখে-ছিলাম বোলে মনে পড়ে!

তুমি কোন্ দেশের হে গুণি।
পাগল আমি তোমার এ গান শুনি,
শুনিনিত, এমন গান আর গাওয়া
সুরের টানে উজান ব'হে হাওয়া
ভুবন ছাওয়া তোমার সুরের ধ্বনি।
যেথা নাইকো দুঃখ নাইকো ব্যথা
নাই কো মৃত্যু জরা,
সুর যে তোমার সেই রাগেতে ভরা;
ওগো কোন্ দেশ হ'তে
পেলে এ সুর
এমন সুরের বাণী ॥

(২১)

আমার কেমন কোরে—
ঘর করা আর হয় ?
যখন নাই কো তুমি
নাই কো সাড়া—
নাই কো তোমার চরণ তাড়া—
মনটা আমার উদাস উদাস রয়।
আমি যে ঠেকেছি বড়—
বুঝি ঠেকেনা কেউ এমন তর,
এবার আমার উপায় কর
নইলে ত আর নয়।
কেমনে আর যাই গো কাজে
মন ধরেনা লোকের মাঝে,
তোমার কথায় তোমার কাজে
মনটা শুধু রয়॥

(২২)

এস বধূ !—শান্তি-ধারা,
এস আমার হৃদয় মাঝে,
মুখর আমার চিত্ত বীণা
মোহন তোমার ছন্দরাগে।
মন পিয়াসী, বধূ তোমার
মদির অধর পরশনে
মিটাও পিয়াস, শান্তি ঢালো
সরস তোমার হৃদয় দানে।
ঘেরো আমায় ঘিরে ধর
মুগ্ধ কোরে, মাতাল কোরে
পাগল এ প্রাণ বন্দী কর,
হর এ প্রাণ চিত্তহর
আত্মভোলা প্রাণের টানে
আত্মহারা অনুরাগে

(২৩)

আয় বধূ, আয় ফল্গু ধারা !
হৃদয় আমার ঘোর সাহারা
তোর বিরহে,
ঝল্‌সে মরম লু'এর দহন
দারুণ জ্বালায় চিত্ত দহে।
রিক্ত মরু হৃদয় আমার
ঢেলে দে তোর স্নিগ্ধ ধারা,
ঢেলে দে এ বুক ভোরে তোর
শ্রাবণ ধারার মধুর ধারা,—
কর সরস ও প্রাণ পরশে
এ শুষ্ক নিরস জীবনটাকে।
বুক ভরেছে মরুর মাটী
তুই ভরে দে মরুছ্যানে,
দে ভরে এ পোড়ার বুকে
জীবনশীতল হাওয়ার বানে ;—
প্রাণের সুরের যে গানটী মোর
সাধার মুখেই গেছে থেমে
প্রাণ ভরে তুই গেয়ে শুনা
আজ আমারে সে গানটীকে।

(২৪)

সে সিত গীত গরিমাতে
কি রাগেতে
গাহিয়া গেল—
সে সুর রাগিনী
হাসিয়া খেলিয়া
উদামে উজানে
নাচিয়া নাচিয়া
বহিয়া গেল।
উচ্ছ্বাস-ভরা
মূর্চ্ছনাগুলি
প্রাণের দুয়ারে
করে কিলিবিলি,
অন্তর মাঝে
আকুলি, বিকুলি,
রুদ্ধ দুয়ার—
থাকে কি বল ?

(২৫)

জীবনের চির প্রীতি
জনমের প্রিয় স্মৃতি
তোমাতেই আঁকিয়া যে
রাখিয়াছি প্রিয়তম !
মরমের হাহাকার
ব্যাকুল এ বেদনার
কখন পশিবে আর কাণে,
কতদিনে দেবে ধরা নিরমম ?
কত তারা ভেসেছিল
সকলি যেতেছে ডুবি,
যত দীপ জ্বেলেছিনু
একে একে গেল নিভি,—
অজানা আশার বাণী
অসাড়ে নিতেছে টানি
দূর দূর আরো বহুদূরে,
বিপুল বেদনা ভার
বিষম এ ব্যর্থতার
ব্যাকুল মরমে শুধু জাগে,
বিফলে কি ব'য়ে তবে
যাবে প্রভু এ জীবন ?

(২৬)

যখন আমি ছুটে আসি
তোমার গানের সুরে,
সরে যাও দূরে—আরো দূরে,
সারা দিনটী বসে থাকি
তোমার প্রতিক্ষাতে—
একটিবারও দাওনা ধরা সাক্ষাতে।
দিনের শেষে যখন ঘরে ফিরি
হেরি সারা পথে তোমার চরণ রেখা ;
অসাক্ষাতে কখন এসেছিলে
অলক্ষ্যেতে চলে গেছ ঘুরি,—
এম্‌নি কোরে লুকোচুরি—
খেল্‌বে কিগো জনম ভরি—
দেবে নাকি বারের তরেও দেখা,
দিনের পরে দিনটী যাবে
রাতের পরে রাত—
কেটে কিগো একা ?
যত আমি এগিয়ে যাব কাছে
তুমি যাবে সরে ?

(২৭)

চির পরিচিতের হাসি নিয়ে
বড় আপন জনার মত,
কে তুমি দাড়ালে আসি
হে অপরিচিত ?
কখন হৃদয় দুয়ার খুলে
লুকিয়ে ছিলে প্রাণের তলে
(আজ) আচম্বিতে দেখা দিয়ে
কর্‌লে চমৎকৃত।
ঐ রূপের আলো রূপে রূপে
হৃদয় মনে ছিল ব্যেপে
আজ সকল ছেপে সে আলোকে
করলে আলোকিত।
হয়নি জানা হয়নি শুনা
তবুও তুমি বড়ই চেনা
তোমারি স্থর থেকে থেকে
একতারাতে বেজেছেত।

(২৮)

দূর আকাশের প্রান্ত হ'তে
দূর বাতাসের টানে,
কোন অতীতের পুরাণ স্মৃতি
আন্‌ল ব'য়ে প্রাণে।
নীলিমার ঐ প্রান্ত ছাওয়া
সিন্ধুপাড়ের এ গান গাওয়া
বড়ই করুণ বড়ই তরুণ সুর এ,
কোন্ গুণী সে গাইছে এ গান
হারান সুরে প'ড়্লরে টান্
টান্ পড়েছে প্রাণের
গোপন তারে।
ওগো গুণি ! আকুল আমি
তোমার এ গান শুনি—
তোমার গানের সুরে,
হারান সুর উঠল বেজে
প্রাণের গোপন তারে—
কোন অজানা বেদনাতে,
হৃদয় আমার উঠ্‌ল মেতে

কি যে গোপন বারতা সে,
শুনল তোমার গানে
ছুটেছে সে সকল ছাড়া
আজ তোমারি পানে।

(২৯)

সকল লজ্জা সকল অভিমান
দিয়া বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি আজ—
দাও প্রভু প্রাণ ভরি—
দাও আলিঙ্গন।
যত কিছু ছিল পাছে টান
একে একে ফেলিয়াছি চুরি
যা কিছু বাঁধন ছিল মাঝে
সকলিই ফেলিয়াছি ছিঁড়ি।
তোমার আমার মাঝে আর
যা' কিছু রহিবে আছে
সকলি তোমার,
নিঃশেষে করিনু আজি
সবই নিবেদন॥

(৩০)

'জাগ সখি জাগ—'
আজ আকাশে বাতাসে প্রিয়া
তব অনুরাগ
ধরণীর ধূলি মাখা
বসন্তের মাতামাতি,—
যে প্রাণ যেখানে চাহে
আপনারে দিতে বাঁধি,
এমন মধুর নিশি
এমন চাঁদিনী রাতি—
তুমি সখি কি পাষাণী!
কি প্রাণে ঘুমিয়ে থাক?

এস সখি হৃদি দোলে
চিত্তের দোলাখানি—
স্বপনের মায়াপুরী
নয়নে দিতেছে টানি,
সখি! তোমারি হৃদয়লাগি
সারা প্রাণ আছে জাগি,
খোল সখি খোল আঁখি
একবার চেয়ে দেখ।

জাগ সখি জাগ হাস
অজানার হাসিটী,
খোল প্রিয়ে স্বপ্নভার
মধুপ্রিয় আঁখিটী,
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
বাহুতে বাহুতে ছাঁদি
এস গাই সেই গান
বাজাইয়া বাঁশীটী,
অচিনের স্বপ্নপুরে
নিত্য যার উঠে তান
যে পরশে নেচে উঠে
হিমভার স্তব্ধ প্রাণ
জীবনের দুঃখ ব্যথা
মান আর অভিমান,
অবসান করি প্রিয়া
আজ শুধু জেগে থাক ॥

(৩১)

[১]

হে মোর প্রিয়া—
মম কবিতা-কুঞ্জে কেলিরস মাতল
কাব্য-ফুল গন্ধ উতল
প্রিয় মিলন ব্যাকুল
তৃষিত হিয়া,
হে মোর প্রিয়া।

[২]

মম নন্দন হৃদে পারিজাত লো,
মম মরু মরম—
সিঞ্চনি বাদল
প্রিয়া মন্থর, প্রিয়া দুস্তর
দুরন্ত প্রিয়া হিয়া,
মম সুপ্ত যৌবন
জাগল প্রিয়া দরশনে
প্রিয়া পরশনে বাঁশরী বাজল
প্রিয়া আবাহন মম সাধনে,

মম জনম সফল
প্রিয়ে হৃদয় দিয়া,
প্রিয়া জীবন
প্রিয়া যৌবন
মম সাধন প্রিয়া হিয়া

(৩)

প্রিয়া আকিঞ্চন
প্রিয়া মম মনন
প্রিয়া ভ্রূ কুঞ্চনে
মম হৃদি গুঞ্জন
প্রিয়া রাগ রঞ্জিত
অধর চুম্বন
প্রিয়া হৃদি মিলন
হৃদয় দিয়া,
প্রিয়া বাহু বন্ধন
মম জীবন মরণ,

প্রিয়া লাজ লাঞ্ছিত
কমল আনন
মম হৃদয় সরসিতে
প্রস্ফুটিয়া,
প্রিয়া হাসি কাঞ্চন
সিঞ্চন মম হৃদয় দিয়া ।

(৪)

প্রিয়া লোর নয়ন
মম বিষধর দংশন
প্রিয়া অভিমান মম সাধন
হৃদয় অর্ঘ দিয়া,
প্রিয়া হরষিতে
মম চিত্ত সরসিত,
প্রিয়া কটী বেষ্ঠনী
মম হৃদি বন্ধনী
মানি জীবন সফল
প্রিয়া চরণ হৃদয়ে নিয়া,
মম দেহ মন সাধন,
ভজন,
মম জীবন মরণ প্রিয়া ।

(৩২)

এস পুরোহিত!
মম জীবন যাগ সাধনে
এস হোতা !
কর আবাহন, কর আবাহন,
কর আবাহন,
মম মঙ্গল, মম সুন্দর
মম ইপ্সিত প্রিয় দেবতা,
তব জলদ-গভীর-কণ্ঠে
সুর-আবাহন-পূত মন্ত্রে,
উদাত্ত সুরে
আবাহন তারে—
কর তারে কর প্রীতা।
গাহ নিলাজ কণ্ঠে
জীবন-ছন্দে
মম বন্দনা-গীতি,
ঢাল অবিকারে
অঙ্কুরনি ধারে মম সুরভি-মরম-প্রীতি,

কর সিঞ্চিত
চির-সঞ্চিত স্নেহধারে,
কর আবাহন, কর আবাহন
কর আবাহন, কর তারে।—
মুক্ত কণ্ঠে শুনাও তাহারে
মম আবাহনী বাণীর মাঝারে
মম ধমনীর প্রতি ধারে ধারে হারা—
মম নতি অভিনন্দন বাণী
মম হৃদি প্রতি স্পন্দনে হানী
যেমনে হারাল ধারা,
শুনাও তাহারে ললিত ছন্দে
অনিবেদিতের এ সাধনা-মন্ত্রে,
তার আবাহনে
হৃদয়ে মরমে
শত নিবেদনে গীতা,
শত রূপে রাগে
তার অনুরাগে
দেহ মনে অভিনিতা॥

(৩৩)

এস বধূ এস প্রিয়
সখাহে আমার—
তোমার চরণ তলে
বসিয়া ফুলের হার
গাঁথিয়া তোমার গলে
পরাইব বার বার,—
আমার মনের রূপে
সাজাইয়া রূপে রূপে
পূজিব তোমায় প্রিয়
দেবতা আমার—।
আমার হৃদয় দলে
শত বর্ণে ঢেউ তু'লে
আছে যত মন মদ
গন্ধ-ফুল ভার—
হে সুন্দর !
তা'রা হ'বে মোর প্রিয়
পূজা উপচার ॥

(৩৪)

আজি একি জাগরণ জাগে
আজি একি শিহরণ লাগে
মম হৃদয়ে, মরমে, পরাণে !
আজি মম মন বিহঙ্গ
ছু'টে যেতে চায়
উড়ে যেতে চায়
খুঁজে নিতে কার সঙ্গ—
আজি একি নব রূপ
কি নব জীবন জীবনে !

কোন নন্দনে ফুটিলরে ফুল
কোন পারিজাত গন্ধে !
ভুলিলরে মন
হলরে পাগল
কার অনুরাগ ছন্দে !
আজি কার আবাহন
করিবরে আমি
এ নবরূপের জীবনে ?
দানিব আমার হৃদয় অর্ঘ
ওগো আজি কার চরণে ?

(৩৫)

সুখের আশায় জনম ভরে—
বইতে হ'ল কতই যে
অজানা দুঃখের বোঝা,
দুঃখ বরণ কোরে নিলে
অনেক দুঃখই যেত মিলে,
হো'ত অনেক পথই সোজা
সুখ ও দুঃখের হিসাব নিকাশ
হোলই শুধু জনম ভরে—
হিসাব হো'ল যতই কিছু
মিল্‌ল নাত আসলটারে,
মিলল যাতা ব্যাথাই শুধু—
অপচয়ের গাঁথায় ভরা—।
আসে যে সে নিতেই আসে—
চায় যে'তে ত ফাঁকিই দিয়ে,
হিসাব যা হয় নামেই হিসাব
গোজা মিলের মিল মিলায়ে,—
বিলায়ে দিতে কেউ এসেছে
মিলায়ে নিতে এগিয়ে গেছে
এমন যাওয়া আসা—

আছে শুধু "আশার" ঘরে
'ফলের' ঘরটী শুন্য পড়ে,
খতিয়ানের পাতায় পাতায়
যতই হো'ল খোঁজা।

(৩৬)

তরঙ্গ মৃদুল ভঙ্গে
কোথা টেনে নিয়ে যায়,
মরণ আসিছে ধে'য়ে
জীবনের খেয়া বে'য়ে
ওরে নেয়ে! ত্বরা কোরে
বে'য়ে আয়!
যত জন-যারা পাছে পড়েছিল
পাল তুলে সবে
পাড়ি দিয়ে গেল,
তুই না তুলিলি পাল
না ধরিলি হাল
কাটাইলি কাল অবহেলায়!
সামাল এখনও
সামলে দে পাড়ি,

সামনে আঁধার
পাছে মেঘ ভারি—
ওরে ! যদি যাবি কিনারায়,
পাল তুলে দিয়ে
হাল সাম্‌লিয়ে
ত্বরা কো'রে বে'য়ে আয়

(৩৭)

চির পরিচিত হে আমার—
আমার স্বপ্নের বাঁশী কল্পনা,
ছড়ান সুষমা,
জড়ান ফুলের অর্ঘ্য,
হারাণ সুরের তার,—
ওগো আমার
চিরজনমের সাথি !
আসিবে কি সে
মহামিলনের রাতি ?
যেদিন আমাকে বিলায়ে
তোমার মাঝারে
তোমাকে মিলায়ে
করিব আমার ?

(৩৮)

শত তাপের মলিন ছাপে
লজ্জা করুণ আনন ঢাকি,
হেলায় ফেলা ধনটি আমার
এবার আবার তোমায় ডাকি—
শত দাগে মলিন বদন
বড় লাজের প্রাণের ভূষণ,—
লজ্জা, সরম তেয়াগিয়া আজ—
পথের পাশে বসিয়াছি।
পরকে ধরে বিকিয়ে দিয়ে
এ জীবনের অমূল্য ধন,
সব খোয়ায়ে বুঝিয়াছি আজ
নাই কেহ আর তোমার মতন,
আজ নিস্ব, বড় রিক্ত আমি
ব'সে আছি তোমার লাগি,
যদি পাই হে তোমায়
প্রভু এবার—
হৃদয় মাঝে ধরে রাখি।

(৩৯)

শত বাঁধনের বন্দী যে আমি
কেমনে যাইব ভুলিয়া !
শত বেদনার গ্রন্থী আমার
কেমনে যাইব খুলিয়া !
শত সংগ্রামে ক্ষত ভরা দেহ
এখনও চলেছি বহিয়া—
চিহ্ন তাহার মিলাতে মিটাতে
কি দিয়া ফেলিব মুছিয়া !
এত মুছিবার নয়
খুলিবার নয়
ভুলিবার নয় এই টান,
প্রাণে প্রাণে গড়া—
প্রাণে প্রাণে ধরা—
এযে প্রাণ ভরা শুধু—
প্রাণের দান,
এ প্রাণের বাঁধন
ছিড়িবে যখন
যদি তখনই যায়গো মুছিয়া,
যদি তখনই যায় গো ঘুচিয়া ॥

(৪০)

ওগো স্বামি ! তোমার কাজে
ঘুরে বেড়াই আমি,
থেকো তুমি আশে পাশে
থেকো ওগো ! হৃদয় মাঝে
থাকি যখন তোমার কাজে
ওগো অন্তর্য্যামি !
বিঘ্ন যদি শত মুখে
আসে প্রভু আসেই ছুটে,—
আঘাতে তার লুটেই যদি পড়ি—
তোমারই দান এ দেহ প্রাণ
যেন তোমার কাজেই
হয় অবসান,
যেন প্রভু তোমার কাজেই মরি ।—
এস তখন এস কাছে
বো'স এসে বুকের পাশে
যখন কালো আঁধার
আঁখির পাশে

ঘিরে আসে নামি,—
তখন আঁখির পরে
রাখি আঁখি
প্রাণের পরশ প্রাণে মাখি
যেন এ হৃদয়ের স্পন্দন
যায় থামি।

(১)

ত্বরিতে ডুবিয়ে যাবে বেলা,—
নিমিষে ফুরিয়ে যাবে খেলা,—
সরল উছসিত হসিত মধুর বাণী
কে এসে ভাসায়ে নিল
তরল তরঙ্গে টানি,
এখন খেলিব কিগো
কামনার ছিনি মিনি—
বিষম খেলা !
কিযে ভাষা, কিযে বুলি—
নয়ন করিছে বিলি—
পরাণের ভাবাগুলি
ভাবের ভেলা—

অজানা তড়াগ ব'য়ে
মরমে পশিছে গিয়ে,
মোহন মদিরা তাহে ঢালা,—
এ রাগও শুকিয়ে যাবে
এরূপও মিলায়ে যাবে
দিনের শেষে—
শীর্ণ স্মৃতির রেখা,—
জীর্ণ দেহটি নিয়ে,—
কার আশা পথ চেয়ে
থাকিব বসে—
এসে আঁধার পাশে
ওগো সাঁঝের বেলা ॥

(৪২)

এস মা, এস মা, এস মা—
অভয়া
এস মা আছা শক্তি,
শক্তি তুমি মা, ভক্তি তুমি মা
তুমি মা কর্ম্ম মুক্তি।
তনয়ার রূপে মূর্ত্তা
তুমি মা
বিছা জগত লক্ষ্মী।
তনয়ে মূর্ত্তা বীরত্ব
তুমি
মূর্ত্তা সর্ব্বসিদ্ধি।
অশিব নাশিনী
শিব রূপিনী,
জ্ঞান কর্ম্ম তুমি মা,
দশ ভূজে দশ প্রহরণ ধরি
দশ দিকে দশ দ্বার রুদ্ধ করি,
সংহার অসুর—ষড়রিপু-অরি,
ঘুচাও মা পাপ, ঘুচাও মা
তাপ
মুছায়ে দাও মা কালিমা॥

(৪৩)

জনম ভরিয়া তুহারে নিরখি
নয়নে মিটেনি আশা,
জীবন ভরিয়া হৃদয়ে ধরিয়া
পরাণে মিটেনি পিয়াসা।
সখি! এমনই মধুর তব দরশন
এমনই মধুর পরশন,
আমি তুহারি হৃদয়ে—
হৃদয় ধরিয়া তুহারি মনে
বাঁধিলো মন।
হৃদয়ে হৃদয়ে পরাণ মিলিবে
মনে মনে হ'বে কথা—
পিয়াসার আর রবে না বালাই
মরণের ভয় ব্যথা।
আয় সখি আয়!
মোদের এ বাঁধনে
আর বিরহ হবে না
জনমে জনমে,
সখি! দূরের বেদনা
আর ত রবে না
মন আর ত হবে না নিরাশা,

সখি! তুমি ভালবাস
আমি ভালবাসি
মোদের এ জীবন মরণ ভালবাসা॥

(৪৪)

বধূ যদি হ'ত নয়নের তারা-
চির দরশন লাগি
হৃদি না ফিরিত
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আঁখি না কাটিত জাগি--- ।
বধূর লাগিয়া
ভাবিয়া ভাবিয়া
হ'য়েছি আপনা হারা—,
ওগো! বধূর বিরহে—
দহিয়া দহিয়া
হ'য়ে যাই সারা সারা।
ওগো বধূ আমার!
হৃদয় কাঁপন
পরান নিছন
মনের মানস বধু,

বধূর পরশ
আমার জীবন
বধূ মোর মধু মধু।
ওগো বধূর কথা—
আর কি কব!

(আমার বধূর কথা
আর কি কব!
আমার পরাণ বধূর কথা
আর কি কব!
আমার এমন বধূর কথা
আর কি কব!)

কেমনে বুঝাব
বধূ মোর কিযে কত!
কি আছে ভুবনে
বধূর তুলনে
দেখাতে বধূর মত?
আমার বধূ কিযে কত,—
সেযে বুঝাবার নাত
আমি বাঁচি বধূ লাগি—।

(আমার) বধূয়া ঘুমালে
বাতাসি আঁচলে
বসিয়া শিয়রে জাগি—।
বধূ্ গেলে দূ্রে
পরাণ ফুকারে
আমার বধূ্র লাগি—
আমি আর কি ক'ব !
ওগো বধূ্ মোর সব
জীবন বৈভব—
আমি বাঁচি বধূ্ লাগি ॥

(৪৫)

সে মোরে বাসে ভাল—
আমি ত পারিনা বলিতে
বেস না ভাল
এ প্রণয়ের আবাহন
এই প্রেমিকের নিবেদন
হেলা কি কো'রে করি বল !
যে জাগাল মোর চিত্ত
করিল হৃদয় তীর্থ—
অপমান তায়
করা কি যায় বল ?
আমি জানিনা সে কোনজন
করিল এ প্রেম নিবেদন,
আমি জানি শুধু—
"জীবন এনেছে
জীবনের কাছে
পরাণের নিমন্ত্রণ",
আমিত বুঝিনা ভাই
এতে দোষ কোথা কিযে তাই,
দেহ নয় পারি বাঁধিতে
মনে কি বাঁধি বল ?

(৪৬)

আজি জীবনে—
জীবনের মাঝে
বন্ধু আমার!
যা কিছু আছে
বন্ধন আমার,
তব কারণে।
তব দরশন
তব পরশন
তোমারই মিলন লাগি,
নিমেষ বিহীন কত না রজনী
বঁধু গো! কেটেছে জাগি,
আজি এ মিলন মাঝে
বঁধু! যে বাঁশরী বাজে,
সেই সুর মাঝে ডুবি—
আমি জনম জনম
বরিব মরণ
বঁধু গো! তোমারই লাগি
যদি মরণেরও ক্ষণে
হয় গো মিলন তব সনে।

(৪৭)

জীবনে যে রয়ে যাবে
সাজি ভরা ঝরা ফুল,
গন্ধ হারায়ে যাবে
আজ যে করে আকুল,
যে নদী ভরিয়া বাণে
ভেসে গেল দুই কুল
সেও যে হারায়ে যাবে
এ রাগিণী কুল কুল।
কুড়ায়ে আনিতে ফুল
সে যদি শুকায়ে যায়—
গন্ধ হারান ফুলে
কি পূজা করিবি তাঁয় ?
অর্ঘ্য দিবি কিরে—
শূন্য হাত তুলে ?
কি গান শুনাবি গেয়ে
এ রাগিণী থেমে গেলে ?
সাজিতেই যদি যায়
কেটে তোর এ লগন
কাঁদিলে কি সুধরাবে—
জীবনের এই ভুল ?

(৪৮)

কে ঘুম পাড়াবি মোরে আয়,
জাগে হৃদি, জাগে মন
জাগে দেহ, জাগরণ—
মাতাল কোরেছে প্রাণে হায় !
চাহে সেত ছুটে যায়—
জীবনের পর-পার—
ঘু'রে ফি'রে আসে দেখে'
কি আছে অতীতে তার,
দেখি যত ভে'ঙ্গে গড়ে'
কেন এত হয় মরে
কেন এত দুঃখ ব্যথা
ঘিরেছে সংসার !
কে আছে ধরিয়া হাল ?
কোথা ? কিসে পরকাল ?
কাহার খেয়ালে কাল
হেন বয়ে যায় ?
কোন সে খেয়ালী ?
বসে আছে সে কোথায় ?

(৪৯)

ঘুম ভাঙ্গল ! ঘুম ভাঙ্গল !
জাগ্‌ল জীবন
জাগল ভুবন
যেমন
মোর দেহ মন জাগ্‌ল।
গোপন যাহার স্পর্শধীরে
ঘুম ভাঙ্গাল, জাগালরে,
যার পরশে
জীবন আমার
তরুণ সুরে মাত্‌ল,
নাচ্‌ল উভ
পরাণ আমার—
গৌর নাচন নাচ্‌ল—
সেই ঘুম ভাঙ্গানর
দেবতা কই—?
তারে ত না মিল্‌ল !

(৫০)

আমার ভগ্ন-বীণার

মলিন কুন্তলে—

কে দিলরে আজকে এমন

সোনার রং ডলে' !

কখনও যে সুর সাধিনি

কে বাজা'ল সেই রাগিনী

কে সাজা'ল এমন তারে—

মণিময় হেম কুণ্ডলে !

কেদিল এ বিপুল বিভায়—!

পরাণ ভরে রূপের শোভায়,—

কার পরশের সুরের রেশে

সে আজ ভাসাল গগন মণ্ডলে !

অস্তাচলের আভা অরুণ

পড়তে বুকে কে সে তরুণ

এনে দিল এমন তর—

তরুণ সুরের কল্লোলে।-

ব্যাপ্তি যাহার ভুবন ছে'য়ে
চলে'ছে আজ জগত বে'য়ে—
ঘিরে'ছে যা'র আলোর রেখায়
হৃদয় চন্দ্র মণ্ডলে,
উজলি মোর পরাণ মন
মরমে তা'র লেগে'ছে রং
কোন্ অতিথির এ আগমন
হ'লরে আজ ভূমণ্ডলে ?

(৫১)

বাজাও তোমার শান্তির বীণা
মুগ্ধ করহে মোরে,
যা কিছু কাছের ফেলিয়া পিছনে,
ছু'টে চলে যাব
তোমারই পিছনে ;
বিমুগ্ধ কো'রে
নাও টেনে মোরে
তোমারই মোহন সুরে।

অর্চ্চনা মোর
হ'য়ে গেছে শেষ,—
পরিয়া এসেছি
নববধূ বেশ,
আজি বরিয়া তোমারে—
করিব আমার—
জীবনের চাওয়া—
কামনার শেষ ;
আজি বন্দি তোমারে
হে জীবন নিধি
আমাতে রাখিব ঘিরে।

(৫২)

বাজিয়া উঠিল কোন্ সুরে
আমার চিরন্তনের বাঁশী
এ কোন সুরে আজি
উঠিল বাজি
বাজিয়া উঠিল কোন সুরে !
অজানার ধন
জানিনা কখন

টান প'ড়ে গেছে
কোন তারে,
আজি হারান সুরের—
বেহাগের রাগ—
দীপকের রাগে ঝঙ্কারে !
যদি জ্বলে উঠে
প্রবল অনল
ক'রে সম্বল মোর
দহিয়া শেষ,—
আসিবে কিগো
দয়িত আমার—
ধরি বরষ-বাদল
মেঘেরই বেশ ?
করিবে সিক্ত চিত্ত আমার
গভীর-ঘন বরষনে,
ভরিয়া-নব সম্ভারে ?
আমি জীর্ণে দহিয়া—
পাইব কি নব-সুন্দরে।

(৫৩)

এখনও বসে আছি—
তোমারই প্রতীক্ষাতে,
দীর্ঘ রজনী জাগি
আজিও প্রভাতে।
এখনও কাটেনি ঘোর
এখনও ডোবেনি তারা,
জোছনার আলিঙ্গনে
কুমুদ আপনা হারা,—
এখনও মোদেনি আঁখি
কান্ত বিরহেতে।
এখনও কুলাচলে
বিহগী কলতানে,
মধুর আলাপনে
তুষিছে প্রিয়তমে,
নিশার আবেশ কাটি
বধূরা উঠেনি জাগি,—
এখনও বাহুডোর
টুটেনি সরমেতে।

এত মিলনের টান
এত প্রণয়ের স্মৃতি,
আমি কি গাহিব বসি
শুধু বিরহের গীতি,
এখনও আনাগোনা
আস কি আসিবেনা—
হ'বেনা জানি আমি
ব্যর্থ এ সাধনা,
আজও না আস যদি
হ'বেই আসিতে ॥

(৫৪)

ব্যর্থ কিছুত করনি আমার
সার্থক সবই কো'রেছত
ছিল যা' আমার ত্যক্ত অসাড়
সকলই তুলিয়া নিয়াছত।
পঙ্কিল বলে শঙ্কিত মনে
রেখেছিনু যা'রে
অতীব গোপনে

তুমি পরম আদরে
পরম যতনে
তাহারেও তু'লে নিয়েছত।
যত যত মোর সঞ্চিত ব্যথা
হে বঁধু! আমার পরম দেবতা
(তুমি) আপনার ভাবে—
মিলায়ে তাদের
আপনার কো'রে নিয়েছত।
(আমি) যা' কিছু হারায়ে
ছিলাম রিক্ত—
যা' কিছু আমাতে ছিলনা ব্যক্ত
তুমি সকলই ভরিয়া দিয়াছত,
জানি নিঃস্ব আমারে
চির আপনার কো'রে—
বুকে তুলে তবু নিয়েছত।

(৫৫)

জীবনের আশা যত—
আশাতেই মিলা'লত—;
জানিবার ছিল যত—
হলনা জানা,—
না হইতে সুপ্রভাত
ঘনিয়া আসিছে রাত—
বিদায়ের তাড়া যেন
যেতেছে শুনা
চাহিয়া পাইনি যায়—
ক্ষোভত ছিলনা তায়—
জানিতে চেয়েছি যত
যাইলে জানা।
যত কথা প্রাণে জাগে
যত ব্যথা প্রাণে বাজে
হ'য়েছে সবার মাঝে
বড় অজানা।

(৫৬)

সুর হারি'য়ে গে'ছে আমার
হারি'য়ে গে'ছে সুর—,
উছল আমার গানের সুরে—
হৃদয় যাহার উঠ্‌ত দুলে
দুলে দুলে সুরের তালে
যে ক'রত ভরপুর—
হৃদয় আমার, পরাণ আমার,
আমার মনের রূপ,
আর নাই সে কাছে, আস্‌বেনা সে
চলে গেছে দুর।
প্রাণ বিরহী,—চায় উ'ড়ে যায়
বঁধু আমার আছে যেথায়
হায় বিহগি ! বুঝলি না হায়—
জীবন কত দুর !
এ অপমান সইবে না তা'য়—
ক্ষমিবেনা প্রান দেবতায়—
দারুন জ্বালায়-,কঠিন ব্যথায়
এ গরব হ'বেই চুর ॥

৬

(৫৭)

নিত্য অভাব জাগা'য়ে জাগা'য়ে
টানিতেছ মোরে তোমার দিকে,
সে টানে টলিনা
চাহিতে ভুলি না,
"ঘুচাও অভাব দাওগো সুখে।"
সুখি হ'ব বলে' যবে যেটি চাই—
যবে দাও দেখি, সুখ তাতে নাই
(এযে) চিন্তায় সুখ, পেলেই বালাই
চাই নিত্য তাই নুতন রূপে।
যত ভাবে চাই যত সুখিহ'তে
দুখ বে'ড়ে উঠে আরো সে ভাবেতে,
অভাবের ব্যথা কিছু'ত কমে না
সুখ এসে আরো বড় করে দুঃখে!
বুঝিয়াও মন বুঝিতে চাহেনা,
অভাবের ভাব কখনও ঘুচেনা,
মিটিবেনা কভু দুঃখের বেদনা
যত দিন আমি খুজিব সুখে।

(তব) শান্তির বাঁশী বাজে অবিরাম
বলে অবিরত, "থাম ওরে থাম"—
(আমার) সুখ খোজা তবু হয় না বিরাম,
(আমি) সুখের লাগিয়া মরিছে দুঃখে ॥

(৫৮)

আমায় তোমার মাঝারে মিলাতে
তোমার হৃদয়ে হৃদয় বিলাতে
যখন পরান চায়—,
চাই ফিরে' ফিরে'
যাই ঘুড়ে' ঘুড়ে'
যাই আর ঘুড়ে' আসি—
কাছে যেতে যেন পাটি থেমে' যায়
ফিরে' চাই ফিরে' হাসি।
জড়িত নয়নে অশ্রু জুঠেনা হায় !
হৃদয় উৎস হারি'য়ে ফেলে'ছি—
গুমরান বেদনায়—,
দু'রে দু'রে থাকি'
করি ডাকাডাকি—

মূকের ভাষার মত,—
বুকের বেদনা
মুখেত ফুটেনা হায় !
যায় রিক্ত করিয়া—
বিলাইতে প্রান প্রানে,
চিত্তের দোর
করিতে মুক্ত
অবিরত কর হানে,
মরম খুলিয়া
দু'টী কথা হায় !
বলিবার মত
শকতি পাই না তায় !

(৬৯)

এখনও আমায় সাজিয়া গুজিয়া—
হয় যে বাহির হইতে হয়—
যদি হয় বা লগ্ন, অসংলগ্ন—
রয় যে পরানে রয় সে ভয়।
কি যেন গোপন, কিছু অশোভন
পরিচয়ে কিছু অচেনা—নুতন—

মরনের মত সে যেন সতত
পরানে আমার জাগায় ভয়,
মরম ব্যথায় মরি'ছে গুমরি'
কতদিনে এই যবনিকা ছাড়ি'
অনাবিল চিতে তোমাকে বরিতে
পাইব সাহস দিবে অভয়।
ঢাকাঢাকি আর সাজান গুছান
চুপ! চুপ! আর ছলিয়ে ভূলান
কত দিনে দুর হ'বেহে ঠাকুর!
দু'র হবে—দু'র, দু'রের—ভয়—,
সবলে ঠেলিয়া শঙ্কিত ব্যথা
চরনের তলে পাতিদিব মাথা—
হৃদয়ে ধরিয়া পরানে বাঁধিয়া
নিঃশেষে মোরে করিব লয়—
নির্ভয়ে তোমা করিব জয়॥

(৬০)

ব্রজের-বাশরী উঠিয়াছে বাজি'
হৃদয়-যমুনা কুলে—
উছলিয়া জল বহি'ছে উজান
উতাল তরঙ্গ তুলে।
তোর কি মরমে পশেনিল সই—
রাধা রাধা বলে বাঁশী—
বাজা ঐ
ও আকুল বিতানে
পশেনি কি কানে ?
তুই কি শ্যামেরে
গেলিলো ভূলে!
ওঠেনিকি কান্দি'
তোর পোড়া প্রাণ ?
এখনও পাষনি !
ভাঙ্গিলনা মান
আর কি মানিনি
হবেনা সে গান
আর কি ঝুলন
হবেনালো দোলা
জীবন কদম্ব মুলে ?

(৬১)

রাধা বলে বাঁশী
ঐ বাজে বুঝি'
সখি ! শ্যাম এলকিরে ফিরে'
শুনি' রাই-পাগলিনী
তা'র বনমালী—
আর কি থাকিতে পারে !
তোরা আর
পাষাণ তারে বলিস না সই,
সেই নবনী-কোমল
প্রেমের পাগল
কথার আঘাত সইতে নারে,-
তোরা কটু কথা আর
বলিস না তায়—
আর ব্যথাদিয়া তায়—
জ্বালাস নারে।
সে বড় ব্যথা পেয়ে—
ফিরে গেছে সখি—
তোরা আর তারে-'

কাঁদাস নারে'
তোরা দেলো তারে আনি'
সে যে বড় অভিমানী
অভিমানে শেষে
যাবে ফিরে।

(৬২)

যখন হৃদয়ে মোর
স্পর্শ তোমার লাগে—
পরাণ করে
সৌরভেতে ময়,
সকল অঙ্গ—
সঙ্গ তোমার মাঁগে'
সকল চিন্তা—
তোমায় ঘিরে রয়।
যা' কিছু পাই কুড়িয়ে নিতে
সকলই চাই তোমায় দিতে,
তোমায় দিয়েই—
আমার পাওয়া হয়,
দেখ্‌লে তোমায়,—

সুখি তুমি—
কত সুখিই
হইয়ে আমি—
চিত্ত আমার
পরম তৃপ্ত হয়।
যত কালের সঞ্চিত এ—
যা' কিছু' মোর
র'য়ে গে'ছে,—
রাখার আমার ;
নাই কিছু তা'র
আজ তোমাকে
পেয়ে কাছে—
নাইক চাওয়ার
কিছুই এমন
যা' শুধুই আমার হয়,
যা' তোমায় দেওয়া
হয়নি—আমার
এমন কিছুই রয়।

(৬৩)

প্রানটী যখন
ভো'রে উঠে
তোমার অনুরাগে-
আমায় যে নিঃসঙ্গ বড়
লাগে তখন লাগে।
ফে'লে তখন শত কাজে
ভূলে তখন যত লাজে
প্রানটী আমার
তোমার খোজে—
চায় যে ছুটে যায়,
(আমি) ছু'টতে যে'য়ে
উপ্‌ড়ে পরি—
বাঁধন যে পায় পায়।
তখন মর্ম্মে যেন
কাটা ফুটে—
বিপুল ব্যর্থ রাগে,

যত আমার বসন, ভূষণ
তা'রা তখন সাপের মতন
(আমার) সকল অঙ্গে রাগে,
রুদ্র রোষে ঘূড়ে' ঘুড়ে'
দংশে মোরে—ঘিড়ে' ঘিড়ে',—
আমার সকল অঙ্গরাগে।

(৬৪)

বনে বনমালী
গোষ্ঠে রাখালি
ব্রজের বধুর কালা,
রাই-কমলিনী
বলে "নিলমনী—
চতুর-চিকন-কালা"।—
যত ব্রজবালা
পরান উতলা
শ্যামপ্রেম অনুরাগে,
বলে—
"লম্পট শ্যাম
অবলা মজায়"
কঠিন মনের রাগে।

যত ব্রজবাসী
মনেপ্রানে খুসি
বলে "কানু ননীচোর"
শ্যামের পিরিতি—
এমনই মধুর্
ব্রজপুরী হল ভোর।
এইত প্রানের
পরশ ভুবনে
প্রানে প্রান ভরে' চায়,
এইত পরশ
'মাঁগিয়া কত না
জীবন কাটিয়া যায়—।

আড় চোখে সবে
চাহে ব্রজ পানে
মুখে বলে—ছি! ছি! ছি!
গোপনে শুধায়—
পথীক দেখিলে
"ব্রজেতে চলেছকি" ?
পরানে ডিঙ্গিয়ে
জীবনে সাধিবে
সে গান হয় কি সাধাঁ ?

তা' হ'লে কখনও
মজিত কি ব্রজ,
কুল তেয়াগিত রাধা ?
প্রানের শিকলে
প্রানে না বাঁধিলে
ভুলা'য়ে চলেকি চলা ?
হেথা বাঁধ বেড়া,
হোথা ভেঙ্গে যাবে
মিছে কেটে যাবে বেলা ॥

(২৫)

বঞ্চিত করে, বাচা'লে মোরে
বঞ্চিত করে, বাচা'লে
যে ভুল আমার—
ভাঙ্গ্‌তে নাকো—
ডেকে, ডেকে, তাই
ভাঙ্গিলে।
যা' কিছু আমার—
না হ'লে চলে না

চলিবেনা বলে
ছুটে মরি—
দূর করে' দাও—
দূরে আরো, তা'রে
তবু মোর চলে
ভেবে মরি—
যা'রে ধরে' চাই
করি মোরে চল
সেই এ'সে আরো,-
করে হে অচল
যতটুকু পাই—
তাই মোর চাই—
ঠেকায়ে আমারে
শিখালে।
আশা বয়ে' আনে
যাতনার বোঝা,
টেনে, করি বেকা
যত কিছু সোজা,
ব্যথা দিয়ে তা'ই—
বুঝা'লে ॥

(৬৬)

আমার সকলই করিতে হয়
আমার সকলই সহিতে হয়।—
পরাণে আমার যখন চাহে না
হৃদয়ে আমার যখন সহে না
তখনও করিতে হয়—
তখনও সহিতে হয়।
যবে সারাটী মরম—
ভাঙ্গিয়া—
আসে—শ্রাবণ বরষা
নামিয়া,
হৃদয় বাঁধিয়া
নয়ন মুছিয়া—
তখনও হাসিতে হয়।
মন চাহেনাক—
তা' ব'লে কি করি—
করিতেই হ'বে
বাচি আর মরি—
ভাঙ্গিতে গড়িয়া

গড়িতে ভাঙ্গিয়া—
(তাই) কতনা সহিতে হয়
কি করিতে যাই
ভূলে যাই মনে,
আসিতেছ তুমি
ভাবি মনে মনে,
লুকায়ে লুকায়ে—
দেখিতে গোপনে
অমনি ছুটীতে হয়।
করমের বাঁধা।
উপায় ত নাই—
দেখাত হবেনা
যদি মরে' যাই
গঞ্জনা স'য়ে—
লাঞ্ছনা ব'য়ে
তাই ত বাচিতে হয়

(৬৭)

কি দিলে হ'বে মা হ'বে ?
কি দিনে হ'বে মা
তোর আরাধনা,
কত কালে হ'বে
সফল সাধনা,
জীবন ভরা এ
ব্যর্থ বেদনা
ওমা !
অবসান হ'বে কবে ?
তুই নামে হ'লি
বিশ্ব-জননী,—
সন্তান কভু,
পেটে ধরিলিনি,—
মর্ম্মে বেদনা
তাই ত বাজে না
তাই ত কাঁদে না
পরাণ কখনই—,
দয়া কোরে' তোর
মা হওয়া মা !
সাধিলে ভজিলে তবে

(৬৮)

জয় মা ! জয় মা ! জয় মা !
জয় মা জননি !
জয় ভবরাণি !
সন্তান প্রেমে
চির-পাগলিনী
সন্তানে হারা
আপনার ধারা—
চির-মঙ্গল-কামী
মা !
চির-মঙ্গল-ময়ী
মা !
জেগে'ছে সন্তান
জেগে'ছে নন্দিনী,
জেনে'ছে তা'রা মা
তুই গো বন্দিনী,
শুনে'ছে তা'রা মা
অশরীরী বাণী,
ছুটে'ছে তাই সবে
আশীষ কর মা,
আশীষ কর মা।

করুণ কণ্ঠে
"স্বস্তি বচন"
শুনা'য়েছ মাত,—
"অমৃত জীবন"
"মরণ অমৃত"
বজ্র কণ্ঠে
এইবার বল্‌মা—।
মোরা মরণের কোলে
বরিব বিজয়ে
তবু সইব না
পরাজয় মা ॥

(৬৯)

এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌
কাজ যে তোদের
এগিয়ে চলা,
থামা'র তোদের
নাই যে সময়
সে যে অনেক কিছু
হারি'য়ে ফেলা।

কেন আবার—চল্‌লি ধীরে
কেনই বা চাস্‌
পাছে ফিরে,
সকল হারার
দল যে তোরা
তোদের আবার
ভাবনা কিরে—
কিসের সুখ আর
কিসের দুঃখ,
কিসের আদর
অবহেলা !
ওরে পাগল !
ওরে ভোলা !
কাজ ফেলে কি
কর্‌বি খেলা ?
নয় কো যা'রা
ব্যথার ব্যথী,
এমন যে সব
খেলার সাথী,
তাদের ডাকে
থাম্‌বি যদি,

তবে কি আর
হয়রে চলা !
ব্যথায় যা'রা—
জ্বলে পুড়ে
পাহাড় তুলে
নিল ঘাড়ে,
তাদের সে ভার
গছ্‌তে হ'বে
(তোরা) থামিস্ না আর
থামিস নারে,
তোদের থামায়
থেমে' যা'বে
মানবতার
মহান চলা ।

কাছের এসব
ক্ষুদ্র কাজে
এগি'য়ে চল
ফেলে'ই পাছে,
পাছের যা'রা
থাক্‌বে তা'রা

গুছি'য়ে যা'বে
পাছে পাছে,
পুরোভাগের রথী তোরা
তোদের মহান
যুধীর খেলা।
উড়ি'য়ে নিশান
বাজিইয়ে বিষান
জয় মা বলে'
চল্ গেয়ে' গান,-
আকুল করে'
পাগল করে'
স্থবির , বধির,
কঠিন পাষাণ ;
তোদের ডাকের—
বজ্রহাকে—
যাক্ খুলে যাক্
এক দমকে—
রুদ্ধ সে দ্বার,—
যা' ধমকে—
আজও ভয়ে—
যায় নি খোলা ॥

(৭০)

আমার এ জীবন ভরি
তোমারে চাহিনি কভু,
তুমি যে রয়েছ কাছে
তোমারে দেখিনি তবু।
ঘুরিয়াছি হেতা সেথা
খুজিয়াছি কত কি,
এত কাছে আছ তুমি
সেত কভু ভাবিনি।
জীবনের স্বপ্নে গাথা
কল্পনার মালাখানি,
কাহাকে পরাব বলে,
কত না ঘুরেছি আমি,
ভাবি নাই কোনো দিন
চিনি নাই তুমি স্বামী,
প্রিয়তম বাহু ডোরে
রাখিছ সতত ঘিরি।
এবে দিবা অবসান,—
ভগ্ন যে গো কণ্ঠ আজ,
কি গেয়ে শুনাব তোমা ?
কি আছে যে দিব আজ ?

প্রাণময় আবাহনে
প্রণয়ের এ—প্রতিদান
প্রাণ খুলি, প্রাণ ভরি
আজ শুধু দিব প্রভু ॥

(৭১)

পুজারী তোর পূজার জোগাড়
হ'ল কি না হ'ল এবার—
আকাশ ছে'ল নিবিড় আঁধার
কোথায় জবা বিল্বদল—
মহামায়ার মায়ার বসন
পরে আছিস ক'রে যতন
কোথায় রে সে প্রেমের বসন
মনের দ্বারও রুদ্ধ রোল—।
এই কিরে তোর পূজার জোগাড়
হোল না তোর পূজা এবার,
রুদ্ধ মনের দ্বারের পাশে
লগ্ন প্রাণের আর্ত্তরোল—
বুঝি রে ঐ থেমে গেল।—

(৭২)

কি গান শুনাবি গেয়ে আজ ?
অস্তরাগের সেই পূরবী—
জনম ভরেই তুই কি গাবি !
মিলন টানে ধর বেহাগা
গা বেহাগী আজ— ।
অরুণ উষার তরুণ রাগে
আজ তারে তুই শুনা গে'য়ে
প্রাণ ভরে তোর, প্রাণের কথা,
ওরে ! কিসের ভয় আর কিসের লাজ ॥

(৭৩)

সারা বুক জুড়ে—
জ্বলিছে অনল
মরম পুড়িয়া গেল গো—
হৃদয় দহিয়া গেল গো,—
আপনার মনে ধরিলাম গান
সুর ছিলনাত বাধা,—
জানিনাত ছিল পরাণের সুর
দীপকের রাগে সাধা,—

সে মরণ পাগল, নাচিয়া নাচিয়া
আগুন জ্বালিয়া—দিল গো।—
থেমে' গেছে' সুর,
পুড়ে' গেছে' তার,—
আর যে হয় না
গান গাওয়া আর—
কে গে'য়ে শুনা'বে
মেঘমল্লার—
কে নিভা'বে এই জ্বালা গো॥

(৭৪)

জীবনের ভুল—
এ বড় কঠিন
কখনও ভুলনা, ভুলনা— ।
সুখ খুঁজে' ভুলে,—
দুঃখ বড় করে'
কখনও তুলনা, তুলনা ।
আপাত মধুর—
যাহা দু'দিনের
যাহা নিমেষের,
যাহা ক্ষণিকের—
তা'র তরে যদি
ঢাল এ জীবন,
শুধুই বাড়িবে—
যাতনা ।

মন টানে দেহে
শুধুই বাহিরে,
বলে "কর্ ভোগ—
কর প্রাণ ভোরে—"
প্রাণ বলে "মিছে—
ভরিবে না বুক—"
এ মহা দুঃখ, এ ছলনা।
কতটুকু তুই
কতই সহিবি ?
কি আছে এমন
বিশ্বে ধরিবি ?
ধরা পড়ে' পড়ে'
শুধুই হারা'বি
চাওয়ার কিছুই পাবি না।
আজ যে ব্যথায়
যেতে চাস্ দূরে
বড় হ'য়ে এসে'—
সেই র'বে ঘিরে'—
শত রূপ ধরে', পলে পলে তোরে
সে দিবে মরণ যাতনা।

(৭৫)

বড় অবেলায়—আসিয়াছ আজ—
কি গে'য়ে শুনা'ব গান !
হারি'য়ে ফেলে'ছি সে স্থর রাগিণী
সে রাগ উছল প্রাণ।
সারা এ মরমে, সারা এ জীবনে
সেধে'ছি ডেকে'ছি কতবার—
সাড়া ত দিলে না, শুনিলে না সখা
দেখাত দিলেনা একবার !
ভগ্ন আজি যে কণ্ঠ, মরম
ভগ্ন এদেহ প্রাণ,
আজি কি দিয়া পূজিব ? কি অর্ঘ্য দিব ?
কি দিয়া রাখিব মান ?

(৭৬)

তুমিত এলেনা সখা,
তুমিত দিলেনা দেখা,
কি খেলা খেলিব একা—
চলিনু ফিরে,
হাঁটিয়া হ'য়েছি শ্রান্ত—
ডাকিয়া ভেঙ্গে ছে কণ্ঠ—
বড় যে হ'য়েছি ক্লান্ত
খুজি' তোমারে।
মনে হয় আজও তবু—
হয়ত আসিবে কভু
হয়ত খুঁজিবে কভু—
চাহিবে মোরে,—
কোথায় রহিব আমি—
পাবে না খুঁজিয়া তুমি—
হয়ত সেদিন আমি
জীবন পারে—
কোথায় মিলায়ে যা'ব—
কোন সুদূরে—ঘন আঁধারে

(৭৭)

আমার দিনের শেষের কাজের খতিয়ান
রাতের হিসাব, নিত্য দিনের প্রাতে
হে মহাজন! হয় কি তোমার খাতে!
খোল দেখি বারেক খতিয়ান
হ'ল কিনা হ'ল আমার ঋণের অবসান,
পড়ল কিনা ওয়াশীলান
শালিয়ানা তা'তে।
প্রাণের হিসাব মিটি'য়ে এলাম যেথা,
র'ইল কি ঋণ তোমার খাতে'
আজও আমার সেথা?
চুকি'য়ে পাওয়া, চুকি'য়ে যাওয়া
হ'লনা যে ঋণে—
কেমন ক'রে ওয়াশীলান—
ক'রবে সে সব তাকে?

(৭৮)

আসিবে সে মহাপ্রয়াণের দিন
যেদিন আরত থাকা হ'বে না,
আসিবে সে চির বিদায়ের ক্ষণ
যখন আরত দেখা হ'বে না।
হয়ত সেদিন সে বিদায় কালে
হ'বে নাক—যাওয়া, হ'বে নাক বলে,
পরাণের চাওয়া, মরমের ভাষা
হয়ত কণ্ঠে র'বে না!
তাই বলে যাই যাহা বলিবার—
বিদায় বিদায় হে বন্ধু আমার—
ব্যথা যা দিয়াছি ভুলি বার বার
ক্ষমিতে সে ভুলে ভুল না,—
জীবনের সুখ হিসাব যা' তা'র
হিসাব করিয়া মিলান যে ভার,
দেখাত হ'বে না এজগতে আর
আরত কথা হ'বে না।
হে ধরণীবাসি—বড় আপনার
যবে হ'বে সুরু এ যাত্রা আমার—
কোন অজানার পথীকে তোমরা—
তখনও ভুলনা ভুলনা।